দামুড়হুদায় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজন উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে বেলা ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহিউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, প্রাণী সম্পদ অফিসার মশিউর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামান শুভ, সমাজসেবা অফিসার সানোয়ার হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে আরা, সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালের,

দর্শনা থানার ওসি তদন্ত মাহাবুবুর রহমান, সহকারী মৎস্য অফিসার আইয়ুব আলী, উপজেলা আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সদর ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত), পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হবি বিজিবি’র প্রতিনিধি, সাংবাদিক বৃন্দ।

দর্শনার কুড়ুলগাছিতে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছিতে মোঃ শহিদুল ইসলাম এর পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়। শহিদুল ইসলাম জানায় আমার আপন ভাই মোঃ মনিরুল ইসলাম (৪৫), পিতা- মৃত ইছাহক মন্ডল এবং তার স্ত্রী ববিতা বেগম (৩৫), মেয়ে মুন্নি খাতুন (২০) এবং জাহানারা বেগম (৬০),স্বামী- মোঃ নবী সকলের একই গ্রাম-কুড়ুলগাছি, থানা দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এই ৪ জন জোরপূর্বক আমার পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত সম্পত্তি দখল করছে।

উক্ত জমি জায়গা নিয়ে আমার সহিত দীর্ঘদিন তারা বিরোধ চালিয়ে আসছে। উক্ত বিরোধের জের ধরে আমার পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত সম্পত্তি জোরপূর্বক সম্পূর্ণ গায়ের জোরে দখল করার পায়তারা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমার পৈত্রিক ও ক্রয়কৃত জমি জোরপূর্বক দখলের উদ্দেশ্যে গত অনুমানিক ২ মাস পূর্বে উক্ত জমিতে ঘর বাড়ী নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

আমি বাঁধা প্রদান করতে গেলে তারা আমাকে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে আসছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গদের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করলেও আমার ভাই মনিরুল ইসলাম সহ ৪ জন গায়ের জোরে কোন সালিশ মীমাংসা না করে উপরন্ত জোরপূর্বক ঘরবাড়ী নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ০৫/১২/২০২০ খ্রিঃ সকাল অনুমান ১০:৩০ ঘটিকার সময় আমার জমিতে ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করলে আসামীরা আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং মারধর করার জন্য উদ্যত হয়। ঐ সময় আশেপাশের প্রতিবেশীরা আমাদেরকে রক্ষা করে।

এজন্য ঘটনাটি আইনানুগ ভাবে সমাধানের নিমিত্তে দর্শনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আমার জমির দাগ এসএ-৪৪৯০ এবং জমির পরিমাণ ৪৫ শতক জমির মধ্যে সাড়ে ১১ শতক জমি নিয়ে বিরোধ।

এ বিষয়ে দর্শনা ওসি মাহবুবুর রহমান কাজলের কাছে জানতে চাইলে তিনি

বলেন মোঃ শহিদুল ইসলাম এ বিষয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ করছে আমারা এ বিষয়ে ঠিক তদন্ত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বুদ্ধি-প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার শালিকার বাজার পাড়ায় গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূ আত্নহত্যা করেছে। গত বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শালিকা গ্রামের আবুল ফজলের মেয়ে সাদিয়া খাতুন (২২) সে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। বুধবার সন্ধ্যায় পরিবারের উপরে অভিমান করে বাড়ির রান্না ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যার চেষ্টা করে।

পরিবারের লোকজন সাদিয়াকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে রাজশাহী মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার্ড করে। সাদিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এই ঘটনায় সাদিয়ার ভাই সবুজ আলি বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে।

আলমডাঙ্গায় বদ্ধভূমি পার্কের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় বদ্ধভূমি সংলগ্ন বিনোদন পার্ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের এমপি ছেলুন জোয়াদ্দার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে পৌর এলাকার বদ্ধভূমি প্রাঙ্গণে এ কাজের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, ডিসেম্বর মাস, বিজয়ের মাসে স্বাধীনতার চেতনা যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের সহযোগীতায় বধ্যভূমি পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে আলমডাঙ্গা লাল ব্রীজ হতে পাক সেনারা সাধারণ মানুষ ধরে এই বধ্যভূমির পাশে হত্যা করেছিল। বধ্যভূমি তৈরির উদ্যশ্য নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক ইতিহাস জানান, এই বধ্যভূমি দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্থানীদের অত্যাচার, অবিচারের সাক্ষী হয়ে।

এখানে নতুন, যারা বধ্যভূমি দেখতে আসবেন তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেমন জানবেন, তেমন আলমডাঙ্গায় চিত্ত বিনোদনের কোন জায়গা নেই, সেই লক্ষে আজ বধ্যভূমি পার্কের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হল। এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদিন গনু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন,

উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আনিছুর রহমন মল্লিক, খন্দকার শাহ আলম মন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনীন্দ্র নাথ দত্ত, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, সাবেক পৌর সভাপতি আবু মুছা, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার,আসিকুর রহমান ওল্টু, রিপন শাহ, আহসান উল্লাহ, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক, সাকিব, হাসান প্রমুখ।

হাসাদাহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন ও সাহিত্য পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা কমিটির মানবাধিকার আইন সহায়তার কেন্দ্রের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার ইছাহাক আলী, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন কবি খলিলুর রহমান।

জীবননগর সাহিত্য পরিষদের সদস্য কবি আব্দুল মোতালেব, কবি মুসলিমা প্রধান সুমি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য ও হাসাদাহ প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্ঠা শফিকুল আলম নান্নু, মিজানুর রহমান, আব্দুল খালেক মাস্টার, ফরমান আলী মাস্টার, মহাম্মদ আলী মাস্টার, আব্দুর সবুর মাস্টার, ব্যবসায়ী শ্রী নিতাই সেন, খলিলুর রহমান মাস্টার প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ মানবাধিকারে কমিটির সদস্য ও হাসাদাহ ইউনিয়নের সাহিত্য পরিষদের সুধীবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মাস্ক পরিধান না করার জন্য জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছেন ।

গতকাল বুধবার দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলার মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকাল ৩টার দিকে দামুড়হুদার চিৎলা মোড় নামক স্থানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান করোনা মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে অভিযান চালায়।

এসময় ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ধারায় ১৬ জন ব্যক্তিকে ২হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের সর্টিফিকেট সহকারী জিহন আলি, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সদস্য।

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন অপরাধে ৪ জনকে জরিমানা

করোনার দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করলেও জনসাধারণের সচেতনার অভাবের কারণে গুনতে হচ্ছে জরিমানা।

গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে পৌর এলাকার পশু হাট প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি।

আদালতের মাধ্যমে ভেজাল ঔষধ বিক্রয়, প্রকাশে ধুমপান ও মাস্ক না পরার অপরাধে ৪জনকে ১৬শত টাকা জরিমানা করেন।

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ৮◌ং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন। নির্বাচন উপলক্ষে ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে ৪ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেয়।

৮নং ওয়ার্ডে ভাংবাড়িয়া, হারদি ও কুমারী ইউনিয়নের আওতাভুক্ত। এ

ওয়ার্ড নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বরেরা ভোটার।

আজ উপ-নির্বাচন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৩৯ জন। জেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে ৪জন প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। এরা হলো-কুমারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, কৃষকলীগ নেতা আশাদুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান ও হারদী গ্রামের তাজনুর হাসান।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির’র গণসংযোগ

প্রতিদিনের ন্যায় আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে পথসভা ও গণসংযোগ করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৌর এলাকার কাঁচা বাজার প্রাঙ্গণে এ পথসভা ও নির্বাচনী গণসংযোগ করেন।

নির্বাচনী গণসংযোগে হাসান কাদির গনু বলেন,‘ এ্ই মাসের মধ্যেই শুরু হচ্ছে রাস্তা, ড্রেন ও পানি সাপ্লাইয়ের কাজ। একই সাথে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ২৯টি রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাস্তা গুলো নির্মাণ করা হলে কারোর আর অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না। এই রাস্তা গুলো অনেক আগে হবার কথা থাকলেও করোনার কারণে পিছিয়ে মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচনী গণসংযোগে আনসার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইমরুল কায়েস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারী, মাজেদ ভুঁইয়া, মুদি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মিয়া, ওলিউল্লাহ খাঁন, খেদ আলী মেম্বার, ব্যবসায়ী রানা, বাবলু, আজাদ, বাদশা, মনিরুল, মিজান, সামসুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ২৭টি অবৈধ স’মিল!

আলমডাঙ্গায় প্রতিযোগিতা মূলক ভাবে গড়ে উঠেছে ২৭টি অবৈধ স’মিল। আর এসব স’মিল গুলো গিলে খাচ্ছে সামাজিক বনায়নের গাছ। আলমডাঙ্গা অবৈধ স’মিলের শহরে পরিণত হলেও বনবিভাগ রয়েছে এখনও ঘুমিয়ে, এমন অভিযোগ সচেতন মহলের।

দায়িত্বশীল সূত্রে প্রকাশ, সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে কোন প্রকার অনুমতি না নিয়েই পৌর এলাকায় ১১টি ও উপজেলার হারদি, জামজামি, জেহালা, ঘোলদাড়ি, ভাংবাড়িয়া, হারদিসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে আরো অবৈধ ১৬টির মত স’মিল। বনবিভাগকে ম্যানেজ করে সংঘবদ্ধ পাচারকারীরা এসব অবৈধ স’মিলে হাজার হাজার ঘনফুট গাছ চেরাই করে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক বনায়নের অস্তিত সংকটের পাশা-পাশি পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্ককার কথা জানিয়েছেন নাগরিক সমাজ।

সরজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নতুন নতুন স’মিল স্থাপিত হচ্ছে। বলতে গেলে আলমডাঙ্গায় গড়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি অবৈধ স’মিল বসানো হয়েছে। যার একটিরও বৈধ কাগজ পত্র কিংবা লাইসেন্স নেই। সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের ছত্রছায়ায় এসব অবৈধ স’মিল গড়ে উঠেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আলমডাঙ্গায় বনবিভাগের জনবল সংকট থাকায় জেলা বনবিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স’মিল গুলোর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তবে, আলমডাঙ্গায় কোন কর্মকর্তা না থাকার কারণে সহজেই স’মিল নির্মাণ করছে।

সূত্রে আরো জানাযায়-কতিপয় বনবিভাগের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদেরকে মাসিক ও সাপ্তাহিক মাসোহারা বা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ম্যানেজ করে অবৈধ স’মিল গুলো বসানো হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন রহস্যজনক ভাবে স’মিল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে না এমন অভিযোগ সচেতন নাগরিক সমাজের।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে, আলমডাঙ্গা রেঞ্জ কর্মকর্তা বলেন, অবৈধ স’মিল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে উপজেলা আইনশৃঙ্খখলা কমিটির

সভায় একাধিকবার উত্থাপন করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন কোন অদৃশ্য কিংবা কালো হাতের ইশারায় আলমডাঙ্গায় ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা অবৈধ স’মিল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাকি প্রশাসন মোটা অংকের বিনিময়ে ম্যানেজ হয়ে রহস্যজনক ভূমিকায় স’মিল উচ্ছেদ করছে না।